১৩-০২-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- প্রতি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমত্ মেনে চলো, বাবার শিক্ষাকে ধারণ করো, এটা তোমাদের জন্য দৈব অনুগ্রহের কাজ করবে"

প্রশ্নঃ - বাচ্চু বাদশাহ আর পিরু উজির উভয়ই কিভাবে একে অন্যের সাথে থাকে ?

উত্তরঃ - বাচ্চু বাদশাহ হল কাম বিকার আর পিরু উজির হল ক্রোধ। দুইয়ের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ। এই সময় সব মানুষ এই দুইয়ের বশীভূত। কোনও কোনও বাচ্চা বাবার হয়ে পরে আবার কাম -ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যায় , যা বাবার বদনামের কারণ হয়। সেইরকম বাচ্চারা নিজদের ভাগ্যের উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি করে। বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, এই সমস্ত শত্রুদের জিতে নাও। ক্রোধের জন্য বলা হয়ে থাকে - যেখানে ক্রোধ থাকবে সেখানে জলের কলসিও শুকিয়ে যায়।

গীতঃ- তোমাদের শৈশবের দিন ভুলে যেও না !

ওম্ শান্তি। তোমরা বাচ্চারা জানো সভাতে কে এসেছেন ! বাবা এবং দাদা, উভয়েই একসঙ্গে ; তিনি যদি সাকারে হন, তবে দাদার থেকে বাবাকে আলাদা হতে হবে। এটা আশ্চর্যজনক সঙ্কেত। কে এসেছেন ? বাচ্চাদের বুদ্ধি বলে, শিববাবা এসেছেন। একমাত্র এক্ বাবা, স্বর্গের রচয়িতা, দুই বাবা নন। তবে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাঁর মদদগার হয়েছেন। বাবা এবং বাচ্চারা উভয়ে মিলে কাজ করে। এটা বাবার মহানুভবতা সুতরাং, এটা বাচ্চাদেরও মহানুভবতা। এই দাদাও বাচ্চা ! এখানে তোমরা ক্লাস করতে আস। সভা শব্দটা কমন। অনেক সভা হয়। এটা ভগবানের পাঠশালা। এটা সর্ব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সবাই নলেজ শুনে তা' ধারণ করে। তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শুনতে শুনতে তাদের খুশির পারা উপরে উঠে যায়। হদের বাবা টিচার এবং গুরুও। সেই একেশ্বর হলেন বেহদের বাবা এবং টিচার। আজ তিনি তোমাদের পড়াচ্ছেন, সুতরাং, তোমাদের খুশির পারা কত উপরে হওয়া উচিত্ ! অসংখ্য বাচ্চা। বলা হয় শিব ভগবানুবাচ, শিবাচার্য আমাদের পড়ান। তিনি জ্ঞানের সাগর। শিবাচার্যের পরে শংকরাচার্য আসেন। সন্ন্যাসও দুই ধরণের। এই সন্ন্যাস সতোপ্রধান দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য। এটা সহজ যোগ। তোমরা জানো যে বাবা এই দাদার শরীরে প্রবেশ করেন। এই কারণে তোমাদের বলতে হবে "বাপদাদা" , গ্র্যান্ডচিলড্রেন হও তাই না ! সাকার বাবাই পরে গ্র্যান্ডফাদার এবং তারও পরে গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার হন। এখানে গ্র্যান্ড ফাদার নিরাকার। বাবা এই শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের জ্ঞান শোনান। যারা ব্রাহ্মণ কুলের হয়েছে তারা সবাই ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমরা বলো, হে পরমপিতা পরমাত্মা ! আমরা আপনার ছিলাম আর আমরা আমাদের ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছি। কত সহজ এই কথা। লৌকিকে একজন বাবার পাঁচ -সাতজন বাচ্চা থাকলে তাদের মধ্যে দু -একজন অযোগ্য থাকে। এই বাবার অসংখ্য বাচ্চা সুতরাং কত যোগ্য আর অযোগ্য বাচ্চা হবে ! কারও ওপর কামের প্রভাব থাকে তো কারও ওপর ক্রোধের। ঘরে কারও একজনের যদি ক্রোধ হয় তবে সেখানে লড়াই বেঁধে যায়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি ঘরকে দুঃখময় করে তোলে। এখানেও কারও কারও মধ্যে ক্রোধের অশুভ শক্তি থাকায় শিববাবার বদনাম হয়ে যায়। তারা বাবার নাম বদনাম করে নিজেদের ভাগ্যে কাটা দিয়ে দেয়। ক্রোধ অনেক বড় শত্রু। যেখানে ক্রোধ, কলহ , ক্লেশ থাকে তাকে নরক বলা হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে যেখানে ক্রোধ থাকে সেখানে কলসির জলও শুকিয়ে যায়। সেইজন্যে বাবা বোঝান, যাদের মধ্যে ক্রোধ আছে তাদের শ্রীমত্

দেওয়া হয় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাউকে দুঃখী কোরোনা, তা নাহলে তোমাদের ভাগ্যোদয় বাধাপ্রাপ্ত হবে আর তোমাদের পদ ভ্রষ্ট হবে । ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার পরিবর্তে তোমরা আসুরিক সন্তান হয়ে যাও । এখানে লেখা যায়, দৈবী রাজ্য তোমাদের গডলি বার্থরাইট । সত্যযুগের সম্পূর্ণ বরসা নেওয়া তোমাদের অধিকার । পুরো বরসা নিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণ হতে হবে । যদি কেউ স্বর্গে প্রজাও হয় সেটাও পরম সৌভাগ্য । অন্ততপক্ষে তারা আসবে তো ! ধীরে ধীরে স্থাপনা হয়ে চলেছে । তারপর তাদেরকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করানো হয় এবং তাদের রাখী বাঁধা হয় । কেউই লুকিয়ে রাখতে পারবেনা । এখন তোমরা ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরীয় সন্তান । বাবা জিজ্ঞেস করে তোমাদের কুল বড় নাকি দৈবী কুল ? কোন কুল অধিক শ্রেষ্ঠ ? (ব্রাহ্মণদের) আমরা দেবতাদের এত শ্রেষ্ঠ বলতে পারিনা । ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরীয় কুলের । এই ভারতকে স্বর্গ বানায় । ব্রাহ্মণদের বলা হয়ে থাকে শীর্ষ চূড়া । বাস্তবে, শিবের মন্দির পাহাড় চূড়ায় বানানো উচিত্ । কিন্তু আজকাল কেউ ওপরে উঠতে পারেনা, সেই কারণে তারা শিবের মন্দির শহরে বানিয়ে দেয় । শিববাবা উচ্চতম থেকেও উচ্চ, তাই তাঁর মন্দিরও উঁচু হতে হয়, পর্বত শিখরে । এখন দেখো দুনিয়ার হাল কি হয়েছে । প্রত্যেকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত । বাবা এসে আবার সবার উন্নতিসাধন করেন । সঙ্গমযুগে তোমাদের সবার উন্নতিবিধান হয় । ৬৩ জন্ম তোমরা নরকবাসী ছিলে । একেবারে অ্যাক্যুরেইট্ হিসেব । ২১ জন্ম তোমরা স্বর্গরাজ্য শাসন করেছ আর ৬৩ জন্ম তোমাদের অধোগতি হয় ; কলা ক্রমশঃ কমতে থাকে । এখন কোনও কলা আর অবশিষ্ট নেই । তোমরা সবাই ধুলায় ঢাকা পড়ে আছ । কথিত আছে, তোমরা যদি গাধাকে শতাধিকবারও শৃঙ্গার করো তবুও সে ধুলায় গড়াগড়ি যাবে । এটা এই সময়ের জন্য । বাবা বলেন, তোমাদের লক্ষ্মী নারায়ণ বানানোর জন্য আমিও তোমাদের কত শৃঙ্গার করি কিন্তু বিকার তোমাদের ধুলায় এনে ফেলে । ক্রোধের ধুলো ক্রমশঃ তোমাদের দুঃখী বানিয়ে দেয় । অনেকেই ক্রুদ্ধ হয় । হিংসাও ক্রোধ । ক্রোধ ছাড়া তারা কারও উপর চড়াও হয়না । যদি কেউ প্রপার্টির ভাগ না পায়, তার ক্রোধ হলে এক ভাই আরেক ভাইকে মেরে ফেলে । এই লড়াই ক্রোধ থেকে শুরু হয় । বাবা বোঝান, প্রিয় বাচ্চারা, ক্রুদ্ধ হয়োনা । তানাহলে তোমাদের ভাগ্যরেখা তোমরা নষ্ট করে ফেলছ এবং যাদের প্রতি তোমরা ক্রুদ্ধ হও তাদের ভাগ্যও নষ্ট হয়ে যায় । ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তোমরা বলো, ঘরে এলে মেরে ফেলব । এখন বাবা তোমাদের সামনে রাখেন । তোমরা জানো আমরা কল্পে কল্পে শিব শক্তি তৈরী হই । শিববাবা এসে আমাদের আপন করে নেন । তোমরা বাচ্চারা না হলে শিববাবা একলা কি করবেন ! তোমরা শিবশক্তিরা ভারতে বিখ্যাত । তোমরা যদি তোমাদের স্মৃতি মন্দির না দেখে থাকো তবে আবুতে দেখো । হুবহু তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন । হাতীর সওয়ারীদেরও ছবি আছে । এটা একটা আশ্চর্য যে এখানে এসে তোমরাও এখানকার নিবাসী হয়েছ । বাবা বলেছেন, মন্দিরে গিয়ে মানুষকে জিজ্ঞাসা করো, তোমরা কি জানো তিনি কখন এসে চলে গেছেন ? শিব জয়ন্তী পালন করছ তবে তো নিশ্চয়ই এসেছিলেন । কখন এবং কিভাবে তিনি এসেছেন তোমরা জানো ? যিনি ভারতকে হীরেসম বানিয়েছেন, তাঁর অক্যুপেশন সম্বন্ধে জানোনা । দেবতারাই প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে তাঁরা মূল্যবান হীরেসম হয়ে ওঠেন । যে ব্রাহ্মণরা বাবাকে সাহায্য করেছিলেন তাঁরাই দেবী-দেবতা হন । তাঁদের অক্যুপেশন তোমরা প্রত্যেককে বোঝাতে পারো । যাই হোক, কিন্তু অল্প সংখ্যকই বুঝতে পারবে কেননা রাজধানীর লিমিট আছে । সেইজন্যে এটা বলা হয়, কোটো মে কোই অর্থাত্ অনেক কোটির মধ্যে স্বল্পসংখ্যক । মাম্মা বাবা বলে কোনও কোনও বাচ্চা আবার বাবাকে ভুলে যায় । ওহ্ মায়া ! তোমাকে পার করা খুব মুশকিল । এইরকম হতেই থাকে । বড় বড় কমান্ডারও গুলি লাগলে মারা যায় । অসংখ্য সৈনিক মারা পড়ে । যখন বড় কেউ মারা যায়, তখন দুঃখে হাহাকার ছেয়ে যায় । মায়া অমুক অমুক শিবসৈনিককে মেরে ফেলেছে । এটা তবুও হতেই হবে । পেয়াদা কেউ মারা গেলে

সেরকম কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়না । কিন্তু মহারথীদের জন্য সকলে বলবে হায় মায়া এনাকে মেরে ফেলেছে । এটা সেরকম নয় যে, সে স্বর্গে যেতে পারবে না ; যদিওবা যায় কিন্তু পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে এইজন্য বাবা বলেন তোমরা নিশ্চয়ই সেই লাইনে যেয়োনা । কল্পপূর্বে যারা গিয়েছিলো আবার তারাই যাবে । কেউ কেউ লেখে, চার বছর ধরে অমুক অমুকে রেগুলার এসেছিলো, এখন মায়া তাকে বশ করে ফেলেছে । যেমন মাছি যখন মরে তখন পিঁপড়ে এটাকে খেয়ে পুরো শেষ করে দেয় । মায়ার পাঁচ অশুভ শক্তি পুরোপুরি সেই ব্যক্তিকে গ্রাস করে নেয় । এখন তোমরা বাচ্চারা সবার অক্যুপেশন জানো । ইসলাম, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চিয়ান কত জন্ম নেয়, তাও তোমরা জানো তোমাদের বুদ্ধির তালা অনেকাংশে খুলে গেছে । তোমরা জ্ঞানের শক্তিশালী তৃতীয় নয়ন পেয়েছ । বাবা বলেন, সবচেয়ে মুখ্য হলো গীতা আর বাকি সব তার বাচ্চা । গীতা হলো মাতাপিতা । গীতা মা এবং শিব হলেন বাবা এবং আমরা গীতার মাধ্যমে রচিত হয়েছি । বাস্তবে, অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র গীতার মাধ্যমে রচিত হয়েছে । যেরকম আত্মাদের হেড শিববাবা সর্বশ্রেষ্ঠ ঠিক সেভাবেই সব শাস্ত্রের শিরোমণি শ্রীমত্ ভাগবত গীতা । শুধুমাত্র কৃষ্ণ ভগবানুবাচ উল্লেখ করায় গীতার প্রভাব উধাও হয়ে যায় । এও ড্রামায় আছে । মূল কথা হলো নিরন্তর শিববাবার স্মরণ করতে থাকো । যথার্থভাবে যারা বাবার শ্রীমত্ অনুসরণ করে তাদের শিববাবার স্মরণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় । যত আজ্ঞাকারী, বিশ্বস্ত হয়ে থাকবে বাবার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা সহজ হয়ে যাবে । বাবা, আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করছি । দেহ সহ তোমাদের সবকিছু ভুলে একা হতে হবে । তোমাদের এতটাই সন্ন্যাস নিতে হবে । অনেক বাচ্চারা একদম বন্ধনমুক্ত অন্যদিকে যাদের মোহ আছে তারা এখানে পিপিলিকার মতো আসে । যদি তোমাদের স্বামীর প্রতি অথবা বাচ্চাদের প্রতি মোহ থাকে তবে শিববাবার সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়তে পারবেনা, যতক্ষণ অন্তর্মন থেকে প্রভুর কাছে সমর্পণ না হচ্ছো । অনেকে নানারকমের আজগুবি কথা বলবে, কিন্তু তোমাদের সমর্পিত হওয়া প্রয়োজন । সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হতে হবে । প্রতি পদক্ষেপে তোমাদের শ্রীমত্ অনুসারে চলতে হবে । অনেক বাচ্চারা শিববাবার কাছে পোতামেল পাঠিয়ে দেয় । তারপরে জিজ্ঞাসা করে, বাবা আমি আমার বাচ্চাদের বিয়ে দিতে পারি ? অথবা, আমি কি বাড়ী বানাতে পারি ? হ্যাঁ তোমরা তা' করতে পারো । তোমরা মোহকে জয় করে যা চাও তাই তোমরা করতে পারো । বাবা জানেন তোমরা সার্ভিসে ব্যস্ত থাকবে আর বাবাকে ফলো করবে । পুরনো বাচ্চারা তাদের নিজেদের সমর্পণ করেছে । তাদের সমর্পিত হওয়ার মহিমা করা হয় । সবাই গরীব । মাতারা খুব ভালো হয়, তাদের আলাদাভাবে আর সমর্পিত হওয়ার প্রয়োজন হয়না । বিত্তবানদের সমর্পিত হতে হবে । মানুষ স্ত্রীদের কিছু দেয়না । খুব কম সংখ্যক স্ত্রীর নামে উইল করে যায় । তা নয়তো তাদের বাচ্চারা সবকিছু নিয়ে নেয় । আজকাল কেউ কারওরটা শোনেনা । শুধু বলে, আমায় টাকা দিলে আমি সবকিছু ঠিক করে দিতে পারি । এমনকি তারা মিথ্যা জাজমেন্টও দেয় । তাতে যদি কেউ শেষও হয়ে যায় তাদের কাছে সেটা কোনও গুরুত্ব পায়না । বাবাকে বলা হয়ে থাকে সুপ্রিম জাস্টিস, সুপ্রিম টিচার, সুপ্রিম সদগুরু । সুপ্রিম ধর্মরাজও বলা হয় । তাঁর জাজমেন্টে কোনও উপর-নীচ হয়না । ড্রামাতে সেরকম কিছু স্থিরই করা হয়নি । যাই হোক, এখানে অনেক কোর্ট আছে, প্রত্যেকটা একটার থেকে একটা উঁচু । কোনও কোনও জায়গায় এমনকি প্রেসিডেন্টের কথাও শোনা হয়না । সুতরাং, বাবা বলেন, প্রিয় বাচ্চারা, তোমাদের অশরীরি হতে হবে । তোমাদের বাবার সাথে ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবা তোমাদের গাইড । তাঁকে মুক্তিদাতাও বলা হয় । সব টাইটেল তাঁর । তাঁকে পীসমেকারও (শান্তি স্থাপক) বলা হয় । আজকাল মানুষ পীস প্রাইজ (শান্তি-পুরস্কার) দেয় । এটা মায়া যা তোমাদের পীসলেস বানায় । পীস সত্যযুগে থাকে অথবা মুক্তি ধামে । নির্বাণধামে একদম সম্পূর্ণ পীস থাকে । সত্যযুগেও একশত ভাগ পীস, পিওরিটি

এবং প্রসপারিটি অর্থাত্ শান্তি, পবিত্রতা আর সৌভাগ্য বিরাজ করে । নামই সুখধাম । দুঃখধামে কিভাবে পীস থাকতে পারে? সন্ন্যাসীদের মধ্যে তবুও কমবেশি শান্তি থাকে কিন্তু তা' কাক-বিষ্ঠার সমতুল্য । সত্যযুগে তোমাদের এইভাবে বলতে হবেনা । এখানের রাজত্বও কাকবিষ্ঠা সমান । বাবা বোঝান, মায়া তোমাদের অনেক চপেটাঘাত (চড় মারা) করবে । তখন তোমাদের অন্তর্মন ক্রমশঃ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তোমরা সত্য বলোনা । অবিনাশী সার্জনের সামনে তোমাদের অবশ্যই সত্য বলতে হবে । নতুবা, তোমরা যদি সত্যি না বলো, তোমাদের পাপ বর্ধিত হবে । আচ্ছা, সুতরাং তোমরা ভবিষ্যতে কোনও পাপ কোরোনা । বাবার বদনাম করার জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে । বাবা এসেছেন স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য এবং এতে যারা বাধার সৃষ্টি করে তারা সাজাপ্রাপ্ত হয় । অসুরেরা বিঘ্ন উত্পন্ন করে । তোমাদের বাচ্চাদের কোনরকম বিঘ্ন সৃষ্টি করা উচিত্ নয় । এতেই তোমাদের বাচ্চাদের লাভ । ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের মুখ দেখাও পাপ হয়ে যায় । হিয়ার নো ঈভল, সী নো ঈভল অর্থাত্ অশুভ কিছু শুনোনা, অশুভ কিছু দেখোনা.... ! এমনকি তোমরা ক্রুদ্ধ মানুষের দিকেও তাকিও না । লোভ এবং মোহও কম নয় । বাচ্চু বাদশাহ হলো কাম, পিরু উজির ক্রোধ । উভয়ই বড় ডাকাত । ক্রোধ সবচেয়ে বাজে ডাকাত । যারা বাবার কাছ থেকে পুরো বরসা নিয়ে তাঁর নাম উজ্জ্বল করে তারাই বাবার সুযোগ্য সন্তান । ইঁনি বাবা বলেন, কন্যারা আমার থেকে দক্ষতাপূর্ণ । বাবার থেকে কেউই বেশী দক্ষ হতে পারেনা । বাবা বাচ্চাদের তাঁর মাথায় বসিয়ে রেখেছেন । বেহদের বাপদাদারও বাচ্চাদের জন্য ভালোবাসা আর রিগার্ড আছে । তিনিও চান বাচ্চারা প্রত্যেকে নিজের রাজ্যভাগ্য লাভ করুক । সর্বদা সুখী হোক । বাবা বলবেন, বাচ্চারা তোমরা বেঁচে থাকো, আয়ুস্মান ভব । বাবা তোমাদের যে শিক্ষা দেন তা' ধারণ করে নিজেদেরই উপকার করো । যদি তোমরা শ্রীমত্ অনুসরণ না করো, তবে তোমরা তোমাদের ভাগ্যরেখা মুছে ফেলবে । তোমরা জানো, শিববাবা পরমধাম থেকে এসেছেন তোমাদের স্বর্গের রাজ্য অধিকার দিত । তোমরা যতদূর সম্ভব পুরুষার্থ করে যত নিজেরা নিজেদের সহায় হবে ততোই তোমরা তোমাদের শ্রেষ্ঠ বানাবে । যদি তোমরা বিকারকে প্রশ্রয় দাও, তবে দীপ নিভে যাবে । আর তখন তোমরা জ্ঞানঘৃত ধারণ করতে পারবেনা । আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণারজন্য মুখ্য সারঃ-

১) অন্তর থেকে প্রভুর কাছে সমর্পণ হতে হবে । সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হয়ে প্রতি পদে বাবার শ্রীমত্ অনুসারে চলতে হবে । দেহ সহ সবকিছু ভুলে একা হতে হবে ।

২) বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে বাবার কার্যে কোনরকম বাধার সৃষ্টি কোরোনা । তাঁর বদনাম হয় এমন কোনও কাজ করা উচিত্ নয় । আজ্ঞাকারী এবং বিশ্বস্ত হতে হবে ।

বরদানঃ- অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ছল-চাতুরীর খেলাকে সমাপ্ত করে মাস্টার দাতার স্বমানধারী ভব

যেসব বাচ্চারা শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন অজুহাত দেখানোর খেলা জানে তারা বলে, এইরকম না হলে তবে ওইরকম হতোনা, অমুকে এইরকম করেছে, সারকমস্ট্যান্স বা কথাই এমন ছিলো ....এখন এই বাহানার ভাষাকে সমাপ্ত করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করো যে, যাই হয়ে যাক আমাকে বাবার মতোন হতেই হবে । কেউ সহযোগিতা করলে আমি সম্পন্ন হব, না । এইরকম নেওয়ার পরিবর্তে মাস্টার দাতা হয়ে সহযোগ, স্নেহ, সহানুভূতি দেওয়াতেই নেওয়া হয় । এই ভাবনা থেকে মাস্টার দাতার স্বমানধারী হয়ে যাবে ।

শ্লোগানঃ- যখন আমি এবং আমিত্ব ভাব থেকে বৈরাগ্য এসে যাবে তখন বলা হবে বেহদের বৈরাগী ।